দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৩-০৭-২০২৪ (পৃঃ ১৩)

খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন বাড়াতে হবে

পিকেএসএফের কর্মশালায় বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বাড়াতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার, ঢাকার পিকেএসএফ ভবনে 'মানসম্পন্ন বীজের চাহিদা পূরণে পিকেএসএফ-এর উদ্যোগ' শীর্ষক একটি কর্মশালায় বক্তারা এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা আনোয়ার ফারুক। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশের কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মানসম্পন্ন বীজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে দেখা যায়, ২০২২-২৩ বছরে বিভিন্ন ফসলের মোট বীজের চাহিদা ১২ লাখ ১০ হাজার ৩৫১ টন হলেও বিএডিসি, ডিএই ও বিএমডিএ-এর উৎপাদিত বীজ এবং বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত বীজের পরিমাণ ৩ লাখ ৬১ হাজার ২৬৪ মেট্রিকটন, যা মোট দেশীয় চাহিদার মাত্র ৩০ শতাংশ। পিকেএসএফ সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় কৃষক পর্যায়ে স্বল্প পরিসরে ফসলের (ধান, সরিষা, ডাল, পেঁয়াজ) বীজ উৎপাদন করছে। সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৩-০৭-২০২৪ (পৃঃ ০৩)

উন্নত বীজে ১০ শতাংশ বেশি ফসল ফলানো সম্ভব

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মানসম্পন্ন বীজের অভাবে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কম ফসল উৎপাদন হয়। বাংলাদেশে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে বীজের ৫০ শতাংশ সরবরাহ করা হয়। বাকি ৫০ শতাংশ বীজ কৃষকরা নিজেরাই সংরক্ষণ করেন। এসব বীজে কোনো না কোনো ত্রুটি থাকে। বীজ সংরক্ষণে কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঠিক বীজ নিশ্চিত করা গেলে শুধু উন্নত বীজ দিয়েই দেশে ১০ শতাংশ বাড়তি ফসল ফলানো

সেমিনারে বক্তারা

সম্ভব বলে মনে করেন কৃষিবিদরা। মঙ্গলবার পল্লী কর্মসংস্থান সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত 'মানসম্পন্ন বীজের চাহিদা পূরণে পিকেএসএফের উদ্যোগ' শীর্ষক এক সেমিনারে তারা এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক কৃষি সচিব আনোয়ার ফারুক বলেন, কৃষির উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনায় কৃষকের উৎপাদিত ফসলের দাম নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা থাকতে হবে, মার্কেটিংয়ে লিকেজ বন্ধ করতে হবে। কৃষক ফসল ফলিয়ে বিক্রি করতে পারে না, সরকার নির্বিকার বসে থাকে। উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা গেলে কৃষক বেশি বেশি ফসল ফলাবে। তিনি বলেন, ১৯৯৯ সালে দেশে আমদানি করা হাইব্রিড বীজের যাত্রা শুরু হয়। এখন ৯০ শতাংশ বীজ দেশেই উৎপাদিত হয়। কিছু হাইব্রিড ধানের বীজ বিদেশেও রপ্তানি হয়। আমাদের দেশেই সে সক্ষমতা আছে।

করোনাকালে সারাবিশ্ব খাদ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। বাংলাদেশ খাদ্য নিয়ে কোনো চাপে ছিল না, কোনো সমস্যা হয়নি উল্লেখ করে আনোয়ার ফারুক বলেন, আমাদের মাটি আছে, আমাদের ধান আমরাই উৎপাদন করতে পারি। আগামীতে বাড়তি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, আগে একটি ধানের ভ্যারাইটি মাঠে আনতে ১৪-১৫ বছর লাগত। এখন লাগে ৭-৮ বছর। আগামীতে ৩-৪ বছরের মধ্যে নতুন ভ্যারাইটি আমরা মাঠে আনব, এ রকম কাজ চলছে। এটা করতে না পারলে আমাদের বীজ উৎপাদন ব্যবস্থা টেকসই হবে না। তিনি বলেন, ধান চাষে মাটির নিচের পানির ব্যবহার নিয়ে যে কথা বলা হয়, তা মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়।